লক্ষ্মী-চরিত্র

ধনা-চণ্ডালের পালা।

বন্দনা।

প্রণমহ ভক্তিভরে লক্ষ্মী সিন্ধু সুতা। ত্রিলোক তারিণী তুমি জগতের মাতা॥
সর্ব্ব সৃষ্টি পালিনী গো তুমি নারায়ণী। মহালক্ষ্মী ঠাকুরাণী দারিদ্র্য নাশিনী॥
ত্বং রাধা রুক্মিণী সীতা তুমি মোক্ষদাতা। কৃপা কর কৃপাময়ী ত্রিজগত মাতা॥
শ্রদ্ধা করি শুন সবে লক্ষ্মীর চরিত। পূর্ণ হবে সকল সম্পদ হবে হিত॥
ঘুচিবে দরিদ্র দশা দুঃখ যাবে নাশ। ইহলোকে পরিত্রাণ বিষ্ণুলোকে বাস॥
রাধাকৃষ্ণ সীতারাম লক্ষ্মী নারায়ণ। এক দুই একাএক সর্ব্বশাস্ত্রে কন॥
যেখানে লক্ষ্মীর পূজা লক্ষ্মীর চরিত। সর্ব্বদেব সঙ্গে হরি সেখানে আশ্রিত॥
জগত জননী হন এই লক্ষ্মী মাতা। ইনিই সকল জীবের হন অন্নদাতা॥
দরিদ্র জনার দুঃখ দহিবার তরে। বসতি ভকত হৃদে বৈকুণ্ঠ নগরে॥
কৌতুকে করেন কেলী সখীবৃন্দ সাথে। জয়া নামে প্রিয়া দাসী শোভে বামভিতে॥
আনন্দে অচ্যুত সঙ্গে করেন বিলাস। কৌতুকে রচিল দ্বিজ নিত্যানন্দ দাস॥

লক্ষ্মী-চরিত্র

ধনা-চণ্ডালের পালা।

বন্দনা।

প্রণমহ ভক্তিভরে লক্ষ্মী সিন্ধু সুতা। ত্রিলোক তারিণী তুমি জগতের মাতা॥
সর্ব্ব সৃষ্টি পালিনী গো তুমি নারায়ণী। মহালক্ষ্মী ঠাকুরাণী দারিদ্র্য নাশিনী॥
ত্বং রাধা রুক্মিণী সীতা তুমি মোক্ষদাতা। কৃপা কর কৃপাময়ী ত্রিজগত মাতা॥
শ্রদ্ধা করি শুন সবে লক্ষ্মীর চরিত। পূর্ণ হবে সকল সম্পদ হবে হিত॥
ঘুচিবে দরিদ্র দশা দুঃখ যাবে নাশ। ইহলোকে পরিত্রাণ বিষ্ণুলোকে বাস॥
রাধাকৃষ্ণ সীতারাম লক্ষ্মী নারায়ণ। এক দুই একাএক সর্ব্বশাস্ত্রে কন॥
যেথানে লক্ষ্মীর পূজা লক্ষ্মীর চরিত। সর্ব্বদেব সঙ্গে হরি সেথানে আশ্রিত॥
জগত জননী হন এই লক্ষ্মী মাতা। ইনিই সকল জীবের হন অন্নদাতা॥
দরিদ্র জনার দুঃখ দহিবার তরে। বসতি ভকত হৃদে বৈকুণ্ঠ নগরে॥
কৌতুকে করেন কেলী সখীবৃন্দ সাথে। জয়া নামে প্রিয়া দাসী শোভে বামভিতে
আনন্দে অচ্যুত সঙ্গে করেন বিলাস। কৌতুকে রচিল দ্বিজ নিত্যানন্দ দাস॥

ধনা চণ্ডালের বিবরণ।

—:o:—

সর্ব্বজীবে আহার যোগান সিন্ধুসুতা। ধনা নামে দুঃখী তারে বঞ্চিত বিধাতা॥
জানিয়ে চণ্ডাল তার রমণী কমলা। কাশীর দক্ষিণ পাশে বাঁধিয়াছে পালা॥
আজন্ম উদর ভরি নাহি খায় ভাত। ছিঁড়া টেঙ্গা কুড়্যার ছাউনী কুচপাতা॥
শয্যা নাহি শয়নে ভূমিতে নাহি বাটী। সারাদিন ভিক্ষা করে আনে একমুঠি॥
ঈশ্বর লিখেন দুঃখ তাদের কপালে। কুচ পাত্রে করি ভুঞ্জে তারা সন্ধ্যাকালে॥
না ঘুচে উদর জ্বালা ঘন ছাড়ে শ্বাস। দুই তিন সন্ধ্যা কভু যায় উপবাস॥
এইরূপে দুঃখের সাগরে ধনা ভাসে। কিছুদিনে কাল ঝড় কার্ত্তিকের যশবে॥
আটদিন অন্তে উপবাস ক্ষুধানলে। নগর নিকটে ভিক্ষা মাগিবারে চলে॥
সময়ের গুণে হ'ল বিধাতা নিষ্ঠুর। দুঃখী দেখি দুষ্টলোক করে দূর দূর॥
কেহ বলে প্রসূতি হয়েছে মোর দুয়ারে। কেহ বলে ঝড়েতে তণ্ডুল নাহি ঘরে॥
কেহ বলে মোর ঘরে ধান্য না শুকায়। কেহ বলে নিত্য ভিক্ষা কে দিবে তোমায়॥
এইরূপে দুষ্টলোকে করে তাড়াতাড়ি। নিরাশ হইয়া ধনা ফিরে চলে বাড়ী॥
কমলা দেখিয়া বলে আইস প্রাণনাথ। কি এনেছ দেহ আগে রান্ধি গিয়া ভাত॥
অষ্ট দিনের উপবাস প্রাণে নাহি সয়। ক্ষুধায় জ্বলিছে তনু আর কত সয়॥
শুনে ধনা করাঘাত হানিয়া কপালে। কাঁদি ধনা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কিছু বলে॥
শুন প্রিয়া আজ বিধি করিল নিরাশ। না পাইনু নগরে ভিক্ষা নিশ্চয় বিনাশ॥
এতদিনে ছাড় প্রিয়া জীবনেরি আশা। কমলা বলেন হায় হৈল কি না দশা॥
এত বলি স্ত্রী পুরুষে ডাকে নারায়ণে। ক্ষুধাতুরে মূর্চ্ছা ভূমে নিত্যানন্দ ভণে॥

——

ধনার প্রার্থনা ও লক্ষ্মীনারায়ণের দয়া।

—:o:—

কতক্ষণে চেতন পাইয়া দুইজনে। ক্ষুধা লাগে কান্দে ধনা ডাকে নারায়ণে॥
ওহে কৃষ্ণ তুমি নাকি জগতের নাথ। জগত বাহিরে বুঝি মোরে কৈলে জাত॥
সর্ব্বজীবে পালন করহ অন্নছলে। আমারে বঞ্চিত অন্ন কোন পাপফলে॥
সিদামা নামেতে ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সখা ভাবে তুমি তারে দিলে রত্ন ধন॥
তপ্ত তৈলে সুধন্বারে কৈলে পরিত্রাণ। প্রহ্লাদে করেছ রক্ষা করে বিষপান॥
বকাসুরে বধ কৈলে ব্রজশিশু সনে। জতু গৃহে উদ্ধারিলে ভাই পঞ্চজনে॥

গজরাজে কৈল রক্ষা কুম্ভীর সংহারি। গোকুলে ধরিলে বামে গোবর্দ্ধন গিরি॥
বলী দান নিয়া থুইলে ত্রিভুবন পায়। রাখিলে দ্রোপদী লজ্জা নৃপতি সভায়॥
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম শুনেছি তোমার। এ দুঃখ সাগরে দাসে বারে কর পার॥
সর্ব্ব জীবে সর্ব্ব ঘটে আছ চক্রপাণি। জীবাত্মা সবার তুমি সাধু মুখে শুনি॥
আমি হৈনু চণ্ডাল অধম কুলে জাত। তেঁই বুঝি মোরে না চাহিলে জগন্নাথ॥
স্ত্রী পুরুষে আজ প্রাণ দিব ক্ষুধানলে। লাগিবে দোঁহার বধ তোমা পদতলে॥
এত বলি আতঙ্কে গোবিন্দ বলি ডাকে। মোহে মূর্চ্ছাগত হয়ে ভূমে পড়ে থাকে
অনাথের নাথ হরি লক্ষ্মী নারায়ণ। অন্তর্য্যামী অন্তরে জানিল দুইজন॥
মৃদু হাসি মহালক্ষ্মী কহে নারায়ণে। ভক্ত বটে ধনার দুঃখ দহ নাহি কেনে॥
পূর্ব্ব জন্মে তার নারী করে লক্ষ্মীবার। ক্ষুধাতুরে খই মুড়ি করিল আহার॥
সেই দোষে দরিদ্র দশাতে হ'ল জন্ম। অন্নহীন দোঁহাকার সার অস্থি চর্ম্ম॥
দয়া লাগে দরিদ্র দেখিয়া দুঃখ তার। আজ্ঞা দেহ প্রভু দুঃখ দহিব তাহার॥
ভকত বৎসল কন ভক্ত বটে ধনা। তার পুরে পূজা লই ঘুচাও যন্ত্রণা।
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ রচিল মধুক্ষর। সুপ্রসন্ন অন্নপূর্ণা হরি বল নর।

ব্রাহ্মণীর বেশে লক্ষ্মীর ছলনা।

—:০:—

নাথের অনুজ্ঞা পেয়ে অন্তরে আনন্দ হয়ে
অনাথ পালিনী লোক মাতা।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে আইল অবনী দেশে
দরিদ্রে হইয়া প্রসন্নতা॥
যেথা ধনা প্রিয়া সনে দুঃখে বঞ্চে দুইজনে
প্রাণ রক্ষা করিবার তরে।
কলমী শাকের ডাঁটি তুলে আনি তিন মুঠি
পাক করে শুধু গঙ্গানীরে॥
বিধাতা বঞ্চিত তাতে তেল নুণ বিবর্জ্জিতে
অর্দ্ধেক সিজায়ে সেই শাক।
রাখিল কমলা হাঁড়ী দ্বারে হেথা ডাকে বুড়ি
ক্ষুধাতুরে হইয়া বিপাক।

ওগো রামা ভাগ্যবতী দুয়ারে দুঃখিনী অতি
দরিদ্র ব্রাহ্মণী ডাকে শুন।
কি আছে তোমার ঘরে খেতে দাও দুঃখিনীরে
হবে তুমি ইন্দ্রাণী সমান॥
লহ মোর আশীর্ব্বাদ পুর দুঃখিনীর সাধ
দ্বাদশ বৎসর আছি ভোকে।
প্রাণ যায় ক্ষুধাতুরে কিছু খেতে দাও মোরে
ধন পুত্রে বাড় তুমি সুখে॥
বুড়ির আকুল দেখি কমলা কুটীরে থাকি
ক্রোধে কাঁপি কহে কটুত্তর।
পড়ি মর চক্ষু নাই কোন লাজে এই ঠাঁই
দেখে আইলে ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর॥
আপনি অধীর প্রাণে উপবাস অষ্টদিনে
নড়িতে না পারি মারা যাই।
কলমী সিজায়ে জলে খেতে যাই ক্ষুধানলে
দুষ্ট বিধাতার দয়া নাই॥
দেবী কন ও কমলী কেন পাড় গালাগালি
আমি অতি অনাথা ব্রাহ্মণী।
ধর্ম্ম মাতাপিতা হৈয়া দাও কিছু ধর্ম্ম ছায়া
তুমি গৃহী আমি উদাসিনী॥
ধনা বলে ও জননী আমি অতি দুঃখী প্রাণী
ভিক্ষা কেহ না দিল নগরে।
বঞ্চিত বিধাতা হরি কেন আইলে মোর পুরী
দুঃখ জ্বালা দিতে দুর্ভাগারে॥
নাহি গৃহে খুদ কুণ্ডা অভাগা আমার ভাণ্ডা
নাহি দেখি এ তিন জগতে।
আজন্মে অতিথি সেবা নাহি জানি তুমি কেবা
কোন রূপে আইলে কোথা হইতে॥
দেখ মোর দুঃখ দশা ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে বাসা
অন্ন বিনে অস্থি চর্ম্ম সার।

তেল বিনে অঙ্গে খড়ি বস্ত্র বিনে গন্তি দড়ি
ভূমি শয্যা দেখ দোঁহাকার॥
তায় নীচকুলে জন্ম নাহি জানি ধর্ম্মকর্ম্ম
আজন্মে পুণ্যের নাহি লেশ।
যাও মা অন্যের বাস খাবে অন্ন পূরে আশ
কেন মিথ্যা বলে কর ক্লেশ॥
ধনার বচন শুনি পদ্মজা বলেন বাণী
কেন বাছা কিন্তু কর মনে।
কমলা রেঁধেছে যাহা মোরে খেতে দাও তাহা
এই কথা ব্রাহ্মণী যে ভণে॥

ধনার প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ।

মহালক্ষ্মী কন ধনা প্রাণ কর রক্ষা। কলম্বি শাকের ভাজি মোরে দেহ ভিক্ষা॥
ধনা বলে মিথ্যা কেন কহহ চণ্ডাল। জাতি যাবে তব আমি জাতি যে চাণ্ডল॥
হীন কুলে জন্ম মোরে করিল বিধাতা। বিপ্রকে ব্যঞ্জন দিব কি মোর যোগ্যতা॥
হেঁসে কন ক্ষীরোদ নন্দিনী পুনর্ব্বার। সর্ব্ব জাতিত্রয়ের শুনহ সমাচার॥
হাড়ি মুচি ম্লেচ্ছ আদি যার বাড়ী যাই। ভক্তি করে ভুঞ্জাইলে তার বাড়ী খাই॥
তুমিত চণ্ডাল জাতি কি তুমি অধম। সূর্য্য বংশে মুনি অংশে তোমার জনম॥
সহুর পুত্র বেহু নৃপতির অঙ্গ হৈতে। জন্মেছে চণ্ডাল জাতি বিখ্যাত জগতে॥
কালকেয় নাম তার জাতিয়ে কেওরে। যদায় চণ্ডাল তেঁই ব্রহ্ম হিংসা করে॥
ব্রহ্মদেব ডরে মত্ত এই সমাচার। শ্রীমহানাটকে গুহ জন্ম শুন তার॥
সূর্য্যবংশে রাজা কৈল ব্রহ্ম বধ পাপ। বহু যজ্ঞ দানে তার না খণ্ডিল তাপ॥
অগস্ত্য আদেশ কৈল দেখে দুঃখ তার। তারকব্রহ্ম নামটী মুখে লহ একবার॥
একবার জপিতে অনুজ্ঞা দিল মুনি॥ তিনবার কৈল মুখে রাম নাম ধ্বনি॥
তাহা শুনি ক্রোধে মুনি করে মনস্তাপ। যাওরে চণ্ডাল বলি দিল অভিশাপ॥
এক রাম নামেতে কোটীএ পাপ হরে। তিনবার জপিলে অবজ্ঞা করি মোরে॥
তাহাতে জন্মিল গুহ চণ্ডাল কেবল। মৈত্র ভাবি শ্রীরাম তাহারে দিলেন কোল॥
তৃতীয় লোমশ মুনি লোমেতে জন্মিল। লোমসূত্র নাম বলি বিখ্যাত হইল॥

তার তত্ত্ব শুন বাছা তুমি গুণবান। লোমেশের অঙ্গে লোম পুণ্যে বলবান॥
লোমে ব্যস্ত হৈয়া মুনি জানাল ব্রহ্মারে। ব্রহ্মা কন খেলে যাবে চণ্ডালের ঘরে॥
শুনি ব্যস্ত মুনি চণ্ডালের অন্ন খেল। ভক্তিভাবে মুনিকে চণ্ডাল অন্ন দিল॥
লোম পাপ অর্থে মুনি ভুঞ্জিল সে অন্ন। থাকুক নিপাত লোম বাড়িল দ্বিগুণ॥
মহামুনি বিস্ময় হইয়া অতি চিত্তে। পথে যেতে দেখা হৈল ব্রহ্মা বিষ্ণুর সাথে॥
ক্রোধে কন বন্দিয়া মুনি যুড়ি দুই হাত। তবাদেশে ভুঞ্জিলাম চণ্ডালের ভাত॥
না কমিল লোম আর বাড়িল বিস্তর। কি জানি কেমন কথা তোমা দোঁহাকার॥
মুনি বাক্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু কন হাঁসি হাঁসি। শুনহ চণ্ডাল বাছা শুন ব্রহ্মাঋষি॥
ভক্তিভাবে দিল অন্ন মহাভক্ত সে। চণ্ডাল বলিয়া বল মূঢ় নয় সে॥
হৃদে যার দয়া নাই নিষ্ঠুর নির্দ্দয়ে। লোম পাপ মুক্ত হবে তার অন্ন খেয়ে॥
শুনি ঋষি বন্দি দোঁহা চলিল সম্ভ্রমে। সর্ব্ব গৃহে ওদন মাগিল ক্রমে ক্রমে॥
ভক্তি যার দেখে তার দ্বার ত্যজ করি। তৃতীয় প্রহর বেলা ভ্রমে ব্রহ্মচারী॥
শতমত্রী দ্বিজ এক কুলে মহাধনী। ভুঞ্জি আচমন করে তথা গেল মুনি॥
ক্ষুধায় লোমশ মুনি হইয়া পীড়িত। দৈন্য ভাবে দ্বিজে অন্ন মাগিল কিঞ্চিত॥
কিরে বেটা কিরে বলে দ্বিজ ক্রোধে জ্বলে। দুর দুর করে তাড়ে দণ্ড হাতে তুলে॥
কত দুঃখে অন্ন হয় নাহি জান তা। মেগে খাও লেগে খেতে নাহি হাত পা॥
চিনিল লোমশ এই বটয়ে চণ্ডাল। এর অন্ন খেলে মোর ঘুচিবে জঞ্জাল॥
আচমন করি দ্বিজ ধুয়েছিল হাত। খুটিয়া লোমশ তার খান ক্ষুদ্র ভাত॥
খাবামাত্রে খসে তার অঙ্গে লোম যত। পাপান্নে পবিত্র লোম সর্ব্ব হৈল হত॥
সেই চণ্ডালের অন্ন খেয়ে লোম গুলি। নূত্য জাতি জন্মিল চণ্ডাল তেঁই বলি॥
যোগিনী জন্মিল রাহু দৈত্য অংশে আসি। চণ্ডাল বলয়ে রাহু গ্রাসে সূর্য্য শশী॥
তথাচ তাহার পূজ্য ত্রিভুবনময়। গ্রহরূপী জনার্দ্দন সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
গ্রহ দোষ হয় যদি জ্ঞানবন্ত লোকে। চণ্ডাল ভুঞ্জিলে রাহু রিষ্ট নাহি থাকে॥
এই চারি জাতি হয় চণ্ডাল উৎপত্তি। শুনিতে মধ্যম তার জন্ম শুভ অতি॥
শ্রীমহাভারতে শক্তি মুনি মহাশয়। চণ্ডালিনী ভার্য্যা করি কৈল পরিচয়॥
পরাশর মুনি হৈল চণ্ডাল উদরে। যার পুত্র ব্যাস মুনি বিখ্যাত সংসারে॥
শুন বাছা ধন্য এই তত্ত্ব সমাচার। ক্রোধ রূপে চণ্ডাল হয়েন সবাকার॥
মুনি পুত্র বলে সে সবার ঘটে স্থিতি। যম ব্রহ্মা বলে বিপ্রে করেন যে নতি॥
হীন জাতি বলে বাছা কি কর ভাবনা। চণ্ডাল বলিয়া যার নাহি বিবেচনা।

মাতাপিতা নাহি সেবে যেইত নন্দনে। সেইত চণ্ডাল বলি লিখয়ে পুরাণে॥
দীন জনে আশা দিয়া না করে পালন। অধম চণ্ডাল সেই পাতকী দুর্জ্জন॥
ব্যয় নাহি করে ধন রাখে চিরকাল। পুণ্য পথে নাহি দেয় সে এক চণ্ডাল॥
জ্ঞানবন্ত হৈয়া মত গর্ব্বে দেয় মন। লঘু গুরু নাহি মানে চণ্ডাল সে জন॥
অতিথি বিমুখ হয় ভিক্ষা নাহি পায়। ক্ষুধাতুরে দ্বারে রাখি যদি অন্ন খায়॥
তৃষ্ণাতুরে জল নাহি দেয় যেই জনে। সে সব চণ্ডাল বলি লিখয়ে পুরাণে॥
দেহ বাছা রান্ধা শাক কিছু নাহি দোষ। ক্ষুধাতুরে তুষিলে শ্রীকৃষ্ণ হবেন তোষ
পাইবে বিপুল পুণ্য প্রাপ্তি হবে ধন। অন্নদান সম পুণ্য নাহিক তুলন॥
আর এক কথা বাছা শুনহ শ্রবণে। যাহার গুণের কথা পুরাণে বাখানে॥
পদ্মজা বলেন শুন পুরাণের বাণী। বাছা সম দুঃখী এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥
তিন দিনের উপবাস অদৃষ্টের ফের। ভিক্ষা করে আনিল তণ্ডুল অর্দ্ধ সের॥
ক্ষুধাতুরে রান্ধি পত্রে ঢালিয়া যায় খেতে। হেনকালে এক দ্বিজ আইল আচম্বিতে
সেই অতি দরিদ্র দারুণ ক্ষুধাতুরে। কাতর হইয়া বলে ব্রাহ্মণ ঠাকুরে॥
অষ্ট দিন উপবাসী আছি অভাগিয়া। এই অন্ন সকল গুলি অনাথারে দিয়া॥
পাক করি পুনরায় ভুঞ্জ গিয়া পুরে। ব্রাহ্মণ বলেন বিধি কেলাল কি ফেরে॥
অল্প অন্ন এই আর নাহিক রান্ধিতে। ভাবি দ্বিজ অন্নগুলি দিল তারে খেতে॥
আনন্দে ভুঞ্জিয়া দুঃখী ছাড়িল নিশ্বাস। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী রহে করি উপবাস॥
প্রভাতে করিয়া ভিক্ষা পূরয়ে উদর। এইরূপে বহুদিন বঞ্চে দ্বিজবর॥
সেই দেশে রাজা এক মহা পুণ্যবান। প্রত্যহ কিনিয়া পুণ্য তবে অন্ন খান॥
পুণ্যবান লোক যারা পড়ে দুঃখানলে। কর্ম্ম দুঃখে পুণ্য বেচে সেই মহীপালে
স্বধর্ম্মে তরাজু ধরি সুখে নরপতি। একদিকে পুণ্য একদিকে ধন পাতি॥
যার যত পুণ্য যার হয়েছে উদয়। তত ধন জুখিলে পত্রের তুল্য হয়॥
এইরূপে পুণ্য সে কিনেন দণ্ডরায়। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হেথা দুঃখের জ্বালায়॥
অস্থি চর্ম্ম সার হৈল অন্নের বিহনে। ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া বিপ্রে কহে একদিনে॥
এদেশের রাজা দেখ মহা পুণ্যময়। পুণ্যবান জন স্থানে পুণ্য কিনি লয়॥
আছে কিছু পুণ্য নাথ তোমার শরীরে। বেচি আন বাঁচি চল পুণ্য কিবা করে
দ্বিজ বলে আজন্ম আমার গেল দুঃখে। পুণ্যের কি ধার ধারি কেন বল মোকে
থাকু পুণ্য দান যজ্ঞ পূজা তত্ত্ব আদি। অতিথিরে ভিক্ষা দিতে না লিখেছে বিধি
ব্রাহ্মণী বলেন কান্ত ভেবে দেখ মনে। অর্দ্ধসের চাউলের অন্ন বেচ নাহি কেনে

দ্বিজ বলে অতিথিরে খেতে যা দিয়েছি। কত কড়ি হবে প্রিয়ে কোন লাজে বেচি
ব্রাহ্মণী বলেন কান্ত যা আছে কপালে। অর্দ্ধসের চাউল তুমি নিবে এক কালে॥
শুনি দ্বিজ সতী সঙ্গে লজ্জিত কাতর। বেচিতে গেলেন পুণ্য সেই নৃপবরে॥
দ্বিজে দেখি দৈন্য করি করেন জিজ্ঞাসা। কোথা হৈতে এলে দ্বিজ কিবা তব আশা
দ্বিজ বলে মহারাজ কহিতে না পারি। আজন্ম দুঃখিত আমি বড় দুরাচারী॥
ভিক্ষা করে অর্দ্ধসের চাউল এক দিনে। না খেয়ে দিয়েছি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণে
সেই পুণ্য বেচিতে এসেছি তব ঠাঁই। যা হয় উচিত দেহ খেয়ে দোঁহে যাই॥
ব্রাহ্মণের কথা শুনি হাসে কোন জন। লঘু পুণ্য কিনি কিবা করিবে রাজন॥
সুবুদ্ধিরা বলে রাজা লহ যুখে দাণ্ডি। যা হয় উচিত দাও অর্দ্ধসের কড়ি॥
নৃপতি বলেন দ্বিজ অত্যন্ত অনাথা। আনহ তরাজু নিক্তি যুখহ সর্ব্বথা॥
এত বলে শ্রীধর্ম্ম প্রমাণ পত্র লিখে। তরাজুতে দিয়া তঙ্কা নিক্তি ধরে যুখে॥
নিত্যানন্দ বলে রাজা হও সাবধান। পুণ্য পত্র হৈল ভারি পর্ব্বত সমান।
ভার দেখি পুণ্য পত্র নৃপতি ভাবিয়া। ক্রমে ক্রমে লক্ষ তঙ্কা দিল চাপাইয়া॥
তত ধন লঘু হয় পুণ্য মহা ভারি। আশ্চর্য্য হইয়া সচিন্তিত চণ্ডধারী॥
অল্পপুণ্যে এত ভার অর্দ্ধসের চাউলে। সমস্ত ভাণ্ডার লয়ে দিল এককালে॥
তথাচ না উঠে পত্র সবে চমৎকার। লিখি দিল রাজা পুণ্য যত আপনার॥
তবুত বিপ্রের পুণ্য পত্র নাহি উঠে। সচিন্তিত নরপতি ঠেকিয়া সঙ্কটে॥
ভাবিয়া অস্থির রাজা করে হাহাকার। এতদিনে সর্ব্ব ধর্ম্ম মজিল আমার॥
সংকল্প করেছি পুণ্য লইব কিনিয়া। পূর্ব্ব ধর্ম্ম যায় বুঝি সংকল্প করিয়া॥
আজন্ম অবধি যত পুণ্য কিনে ছিনু। সে সকল পুণ্য লেখি ধন সঙ্গে দিনু॥
যুখিল তরাজু ধরি করি প্রাণপণ। উঠিল বিপ্রের পুণ্য সমান তুলন॥
আশ্চর্য্য হইয়া অশ্রু বহে সবাকার। রাজা বলে হৈল জন্ম সার্থক আমার॥
অর্দ্ধসের চাউলের পুণ্য বেঁধে লয়ে মাথে। হরি বলে নৃপতি নাচয়ে উর্দ্ধহাতে॥
সিংহাসনে ব্রাহ্মণে বসায়ে দণ্ডরায়। পূর্ব্ব পুণ্যে রাজ্যধন সঁপিয়ে তাহায়॥
রাণী সনে মহারাজা প্রবেশিল বনে। অন্নাভাবে শরীর ত্যজিলা তিন দিনে॥
বৈকুণ্ঠের নাথ হেথা অস্থির আবেশে। আচম্বিতে দুই পক্ষী পাঠায় নৃপ পাশে॥
সুপক্ক যুগল ফল দিল নৃপতিরে। ক্ষুধাতুরে আছ রাজা রাণী খাও এরে॥
অচিহ্ন যুগল ফল নিল রাজা রাণী। বলে খাব ফলের কি নাম কহ শুনি॥
পক্ষী বলে আমি নাহি জানি ফলের নাম। আমারে দিয়েছে ইন্দ্র চন্দ্র তার ধাম।

বলি দোঁহে পৃষ্ঠে বসাইয়া বায়ুগতি। ইন্দ্রালয়ে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি॥
ইন্দ্ররাজা আনন্দে বসায়ে রাজা রাণী। স্তুতি করে সহস্র লোচন যুড়ি পাণি॥
নৃপতি ফলের জিজ্ঞাসিতে পরিচয়। ইন্দ্র বলে আমি নাহি জানি মহাশয়॥
দয়া করে দিয়েছিল নারদ তপোধনে। চল যাই জিজ্ঞাসিব ব্রহ্মার নন্দনে॥
এত বলি নারদে জিজ্ঞাসে সবে আসি। ফলের না জানি নাম বলে ব্রহ্মঋষি॥
দয়া করে দিগাম্বর দিয়াছিল মোরে। চল সবে চন্দ্রচূড়ে জিজ্ঞাসি সত্বরে॥
এত বলি নৃপতিরে লইয়া সংহতি। শিবস্থানে কৈলাসে গেলেন শীঘ্রগতি॥
প্রবেশিল নারদ মুনি রাজ রাণী সহ। জিজ্ঞাসিল যোগেন্দ্র ফলের নাম কহ॥
শঙ্কর বলেন বাছা অজ্ঞাত এ ফল। দয়া করে দিয়াছিল ভকত বৎসল॥
চল চল সবে যাই চক্রপাণি স্থানে। এত বলি নানা বন্দে লইয়া রাজনে॥
প্রবেশিল বৈকুণ্ঠ পুরেতে সবে আসি। অষ্টাঙ্গ লোটায়ে সবে বন্দে ব্রহ্মরাশি॥
হৃষ্ট হৈয়া হৃষীকেশ বসায়ে সবারে। প্রেমানন্দে পদ্মজা জিজ্ঞাসে নৃপতিরে॥
তুমি মহাভক্ত মোর তোষিলে ব্রাহ্মণে। কি মনে সন্দেহ ফল খাও নাহি কেনে।
করযোড়ে কৃতার্থ হইয়া রাজা কয়। এ ফলের নাম কিবা কোথা জন্ম হয়॥
কৃপা করে কহ নাথ বিপদ ভঞ্জন। তবে ফল খাই জল করিব গ্রহণ॥
হাসি হরি উঠি ধরিলেন রাজা হাতে। আইস বাছা ফল বৃক্ষ দেখহ সাক্ষাতে।
এত বলি উৰ্দ্ধ পথে দ্বার খুলি দিয়া। ব্রহ্মলোকে দোঁহারে গেলেন প্রভু নিয়া।
দেখান স্বর্ণময় পুরী নৃপতিরে। পুণ্য বটে নৃপতি আসিবে এই পুরে॥
যে দ্বিজ খাইল অন্ন সেই দ্বিজ আসি। দুয়ারে দুয়ারী হয়ে রহিয়াছে বসি॥
এত বলি রাজাকে দেখান ব্রহ্ম পুরী। কৃপা করে নৃপতিরে দেখান শ্রীহরি॥
প্রেম ভক্তি যুগল ফলের শুন নাম। সে ফলের বৃক্ষ আমি সর্ব্ব সুক্ষ্ম ধাম॥
এত বলি দু'হাত প্রসারি নারায়ণ। প্রেম ভক্তি লহ বলি দিল আলিঙ্গন॥
মোক্ষ দিয়ে পাদপদ্মে রাখিল দোঁহারে। পুনঃ জন্ম নাহি তার ভারত ভিতরে॥
শুন বাছা ধনা অন্নদানের মহিমা। অৰ্দ্ধ সের চাউলের পুণ্যের নাহি সীমা॥
কৃপা কর কমল লোচনী দুঃখহরা। তোমা ছাড়া হৈলে লোক জীয়ন্তে সে মরা॥
ব্যর্থ জন্ম ভূতলে মা তুমি বাম যারে। ধর্ম্ম কর্ম্ম পুণ্য নাস্তি তাহার শরীরে॥
তুমি যারে চাহ লক্ষ্মী নয়নের কোণে। ধনবন্ত হৈলে সর্ব্ব ধর্ম্ম সেই জানে॥
অন্ন দানের মহিমা তার কাছে শুনি। আবেশে ধনার দুটী চক্ষে পড়ে পাণি॥
যা হউক ভাগ্যে শাক দিব ব্রাহ্মণীরে। আজন্ম না করি পুণ্য বিধি যেবা করে॥

কমলা কুটীর মুখে বলে প্রাণনাথে। আপনি বাঁচিলে পুণ্য করিব পশ্চাতে॥
ধনা বলে হোক পাছে আমার মরণ। বাঁচে বুড়ি শাক খেয়ো না কর বিমন॥
এত বলি কুচ পত্রে শাক গুলি ঢালি। সিন্ধুজা সম্মুখে দিল লহ মাতা বলি॥
বুড়ি বলে বাছা মোর বাঁচালে পরাণী। কলম্বীর শাক নয় দিলে খণ্ডচিনি॥
স্বর্গের দুর্ল্লভ দ্রব্য যারে নাহি ভায়। ভক্ত স্নেহে লক্ষ্মী যে কলম্বী শাক খায়॥
মায়া ছলে এক গ্রাস মুখে ফেলি মাতা। প্রসাদ দিলেন ভক্তে হয়ে প্রসন্নতা॥
লহ বাছা উদর পূর্ণিত হৈল মোর। সন্তোষ হইলাম খেয়ে রান্ধা শাক তোর॥
আনন্দ মনেতে ধনা কমলা সহিত। ব্রাহ্মণী প্রসাদ ভুঞ্জে যেমন অমৃত॥
দেবীর প্রসাদ শাক লাগে যেন সুধা। দূরে গেল জঠর যাতনা তৃষ্ণা ক্ষুধা॥
চমৎকার হৈয়া ধনা চিন্তিত বিস্তর। দীন ভাবে দাণ্ডাইল দেবীর গোচর॥
করযোড় করি ধনা কয় জননীরে। রাত্রে মা রহিবে কোথা যাও স্থানান্তরে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বলে বাছা আর কোথা যাব। এ যুগের মত বাছা তোমা গৃহে রব॥
কমলা বলেন বুড়ি জীবে কতকাল। জাড়ে পাছে মারা যাবে ঘটিবে জঞ্জাল॥
দেবী কন দিনু ঝাপ সমুদ্রের নীরে। তথাচ না গেল প্রাণ শিশিরে কি করে॥
পড়িয়া রহিব আমি না করিহ ভয়। স্ত্রী-পুরুষে শয়ন করহ নিজালয়॥
ধনা বলে দুর্ভাগার নাহি কাঁথা ধড়ি। কি দিব দুঃখিনীর গার পাছে মরে বুড়ি॥
ভাবি ধনা ব্যস্ত হয় বুড়ির কারণ। ডাগর কুচের পাতা দিল আচ্ছাদন॥
দেবী বলে মোর মাথে দিলে কুচপাতা। এই পুণ্যে তোর মাথে হবে দণ্ডছাতা॥
বলি ইহা বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর বক্ষ ছাড়ি। ধনাকে ধরাতে ছাতা ধুলায় গড়াগড়ি॥
কুটীরে শুইল ধনা কমল সহিতে। ঘুচাতে দাসের দুঃখ দেবী ভাবে চিত্তে॥
দণ্ড দুই রাত্র হৈতে ভাবি বিশ্বমাতা। বিশ্বকর্ম্মা বায়ু সুতে ডাকিলেন তথা॥
আজ্ঞামাত্রে আসি দোঁহে বন্দিয়া চরণে। জিজ্ঞাসেন জগত মাতা হেন দশা কেনে
অধমের গৃহে পড়ি অনাথিনী প্রায়। শুনি সিন্ধুসুতা হেঁসে কন সুধান দোঁহায়
শাক দিয়া ধনা প্রাণ বাঁচাল্যে আমার। ব্রহ্মাণ্ডে ধনার বাড়া ভক্ত নাহি আর॥
কলম্বী শাকের ধার শুধিবার তরে। বন্দী হয়ে আছি বাছা ধনার খাতিরে॥
আমার আদেশ দুই বীর যাহ। বার ক্রোশ জুড়িয়া মন্দির গড়ে দেহ॥
দেবী বাক্য শুনি হাঁসি দুই বীর কয়। ভকত বৎসলা নাম কভু মিথ্যা নয়॥
এত বলি দুই বীর বন্দিয়া পয়র। আরম্ভিল রচিতে ধনার বাড়ী ঘর॥
স্বর্ণ রৌপ্য শীলার পর্ব্বত নখে চিরি। হনুমান বয়ে এনে দিল পূর্ণ করি॥
বিশ্বকর্ম্মা বসে করে পুরীর নির্ম্মাণ। হনুমান কাটে গড় নিত্যানন্দ গান॥

লক্ষ্মীর আদেশে হনুমান ও বিশ্বকর্ম্মার গৃহ-নির্ম্মাণ।

—:০:—

কাটিল চণ্ডাল গড় পরিসর খান বড়
আড়ে দীর্ঘে যুড়ি ত্রি-যোজন।
মেঘনাদ প্রাচীর ছন্দে চারিদিকে দ্বার বান্ধে
গড় গিয়া পরশে গগন॥
তার মধ্যে মধ্যে ঘেরি একশত প্রস্থ করি
দশ শত গঠিল মন্দির।
স্বর্ণ কলস চুড়ে চামর পতাকা উড়ে
মন্দ মন্দ পাইয়া সমীর॥
প্রস্থ গৃহ দ্বার মাঝে স্ফটিকের স্তম্ভ সাজে
বিমোহন মাঝে কাষ্ঠ জল।
ঝুলে রত্ন ঝারা লতা রত্নের দর্পণ পাতা
উপরে নির্ম্মাণ চারি চাল॥
বহু চিত্রে নানা খাট স্ববর্ণের খাট পাট
সুবর্ণ পলঙ্ক সিংহাসন।
তাম্বুলের বাটা ঘড়া গড়ে রূপা তামা পীড়া
স্বর্ণ চৌকির ভদ্রাসন॥
সোনারূপা সজ্জা করি বাটাবটি থালা ঝারি
পাগরী গাগরী কাঁসা ঘটী।
রন্ধনের দ্রব্য গড়ি স্বর্ণ কুম্ভ স্বর্ণ হাঁড়ি
স্বর্ণ সুন্দর পড়ি কাঠি॥
ইত্যাদি মহল সাজে পঞ্চদশ সপ্ত মাঝে
নির্ম্মল বিচিত্র রত্নমালা।
কাঞ্চন দর্পণ ভাল শোভে তার চারু ঢোল
সম্মুখে লক্ষ্মীর স্বর্ণ মেলা॥
লক্ষ লক্ষ অশ্বশালা কুঞ্জর শালা গোশালা
গড়িল বিশাই হনুমান।
লক্ষ্মীর চরণ তলে দ্বিজ নিত্যানন্দ বলে
নায়কের চিন্তহ কল্যাণ॥

———

রত্নময় পুরী দর্শনে লক্ষ্মীর আনন্দ।

—:o:—

রত্নময় পুরী দেখে রত্নাকর সুতা। হৃষ্ট হয়ে হনুমানে হেসে কন কথা॥
শাক দিতে ধনার পত্নী মুখ করেছিল বাঁকা। সিংহদ্বারে বেঁধে রাখ চৌদ্দ মরাই টাকা
ঘোড়াশালে ঘোড়া বাঁধ হস্তীশালে হস্তী। বাছা ধনা চড়িবেক আমি ধরিব ছাতি
নব লক্ষ গাভী রাখ বৃষ বৎসা সাথে। দুগ্ধ খাবে বাছা ধনা কমলা সহিতে॥
শুনে হনুমান সুরভীর কাছে গিয়া। নব লক্ষ গাভী বৎস দিলেন আনিয়া॥
রঙ্গপুর হইতে ঘোড়া আনে শীঘ্রগতি। দশ লক্ষ অশ্ব শত উট লক্ষ হস্তী॥
বিশ্বকর্ম্মা চৌদ্দটী মরাই বাঁধি সুখে। পূর্ণ করি স্বর্ণ রৌপ্য টাকা বাঁধি রাখে॥
দেবী বলে কমলা আজন্ম ধন রক্ষা। উহার হস্তে পরাব সুবর্ণ চুড়ি শাঁকা॥
হেমহার গাঁথনি গলার গজমতি। কনক কাঁচলী কৈল ধৌত মাথা সিথি॥
বিচিত্র পাঁউরী ঝুরী ঝাঁপা বাজু বন্দ। অঙ্গে আভরণ গড়ে দেহ নানা ছন্দে॥
আজ্ঞামাত্রে বিশাই গড়িয়া দিল তায়। মহালক্ষ্মী আপনি পরায়ে দিল গায়॥
পালঙ্কে শুয়ায় হনু দোঁহাকারে লয়ে। ঝিমি ঝিমি মশারী দিলেন খাটাইয়ে॥
দরিদ্রের আশা পূরি অগ্নজার ঝি। আনন্দে অবধি নাই সীমা দিব কি॥
সকল সম্পদ হৈল ইন্দ্রের সমান। কি খাবে কমলা ধনা ঘরে নাহি ধান॥
কি করিবে সোনা রূপা কি করিবে কড়ি। ধান্য বিনে ধন সব যায় গড়াগড়ি॥
বায়ার বাখার বান্ধি বিশ্বকর্ম্মা দেহ। ধান্য হেতু হনুমান কুবের গৃহে যাহ॥
শুনি বিশ্বকর্ম্মা বসি বাঁধিল বাখার। কুবের ভবনে গেল পবন কুমার॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ নামে দুই গলা ধরি। কমলার কাছে হনু আনে কক্ষে করি॥
ধান্যের বাখার দেবী দেখি কউতুকে। বাখারেতে পরিপাটী ধান্য লয়ে রাখে॥
সহস্র সলাই ধান্য একক গোলায়। নিচলা রাখেন নাম নিত্যানন্দে গায়॥
বিশ্বকর্ম্মা হনুমান সঙ্গে সিন্ধু সুতা। কহেন ধান্যের নাম শুন যত শ্রোতা॥
বালিদাড় বাকই বকুলিবেত লক্ষ্মী। রামশালী বড়মাট্যা রায়ভোগ রাঙ্গী॥
মৌলতা মাগুরবীচি মটা মরিসালি। হরিময়ী কালিন্দী যে কমদ কশালী॥
ওলকুস্তী গুড়োকচ আকিন্দী আজিরমান। সরুবাই সৌলপনা গুয়াথুপি ধান॥
ভবতা ভবঙ্গা গৈশা গুধিয়া কলস। পাছাভোগ পানমিরাই হেমী পাসরস॥
মরীচি কাজলমন্দ মাধব পদ্মযুই বাটা। মনরাই মধুলতা মেক মাধব জটা॥
লক্ষ্মীকাজল কনকচুর লক্ষ্মী লতাবতী। লজ্জাবতী গোপালভোগ সুগন্ধ মালতী॥

চন্দ্রশালী চন্দ্রকান্তে আর চিড়া কুণ্ডী। গঙ্গাবালী রায়াগুলী আর হলিদ গুড়ি॥
কলমীলতা কালীভোগ কেকয়া কালজীরা। ক্ষয়রাশালী খেজুরীয়া আর লবগিরা
বাসীমুণ্ডা বাঁকতুলসী বকুল মিশাই। বামাকুচ সকভোজ নামণ্ডা মরীচিসাই॥
খাণ্ডশিরী ধুতুরা কলধান্ত কালাহাণ্ডা। ছযুনীগঙ্গা সাতাশালী সুরা সরু হাণ্ডা
জন কলসী পদ্মথুপি পুরাপিড়া বাঁকা। জটিসালী ধান্ত আর জটা জয় শাঙ্কা॥

ধনা ও কমলার নিকট লক্ষ্মীর আত্ম পরিচয়।

—:০:—

পুরিয়া ভক্তের আশা পদ্মজা আনন্দ। দুই বীর বিদায় হইল পদ বৃন্দ।
নিদ্রাভঙ্গে হেথা ধরা প্রভাত শর্ব্বরী। সচিন্তিত হৈল হেরি সুবর্ণের পুরি।
কার ঘরে এনু আমি কোথা রৈল কুঁড়ে। কমলা কম্পিত ত্রাসে প্রাণ গেল উড়ে
অঙ্গময় আভরণে অঙ্গ লাগে ভারি। কেবা দিল হাতে গলে কম্পিতা সুন্দরী।
রত্নময় পুরী যত করে ঝলমল। কমলা বলেন কুঁড়ে লেগেছে অনল॥
ধনা বলে ধৈর্য্য হও নহে অগ্নি আভা চন্দন সমান কেন দেওয়ালের শোভা॥
অগ্রেকার কুঁড়ে কোথা কর অন্বেষণ। তার তত্ত্ব দিতে আর কেহ না সক্ষম॥
এত বলি পতি পত্নী হইয়া অস্থির। বৃদ্ধ মাতা কোথা বলি করে হাহাকার॥
ধুলায় ধূসর বুড়ি ধরণী লোটায়। কান্দি ধনা কমলার পড়ে দুনী পায়॥
কে তুমি কহ না মাতা নিজ পরিচয়। কোথা মোর কুঁড়ে ঘর এ কার আলয়
ভকত বৎসলা কন ভাব কেন বাছা। এসব তোমার পুরী ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
চঞ্চলা আমার নাম আমি বিষ্ণুপ্রিয়া। তোর দুঃখ দেখিয়া আমার হৈল দয়া
কালি শাক দিয়া প্রাণ বাঁচালে আমার। সে কলমি শাকের এ শুধিলাম ধার
লহ তোর ধন রত্ন ভারা আদি সব। হস্তী ঘোড়া গাভী যত দেখ এ সম্পদ॥
শুনিয়া কমলা ধনা নাচে উর্দ্ধহাতে। নমঃ লক্ষ্মী মাতা বলি লোটায় ধূলাতে॥
আমি মূর্খ নীচ জাতি কিবা জানি স্তুতি। নিজগুণে দয়া করে ঘুচাও দুর্গতি॥
বহু স্তুতি করে দোঁহে লোটায় চরণে। আপনাকে আজন্ম সফল করি মানে॥
কমলা করিয়া স্তুতি কন যোড় হাতে। আদ্য কৃপাময়ী তোমায় দেখিনু সাক্ষাতে
এত বলি ক্ষীরোদ নন্দিনী আশু যান। দেখাইয়া দিল বায়ান্ন খাথারের ধান॥
কালাসালী কামদ কালন্দী যেই খানে। কালাধান্ত দেখিয় কমলা ভাবে মনে

নিশ্বাস ছাড়িয়া ব'ল নাকে দিয়া হাত। কেমন করে খাব আমি কালা ধানের ভাত
এ হেন সোণার পুরী বসি রত্ন স্থানে। কালাধন্যগুলা আমি দেখিব কেমনে॥
অন্তরযামিনী মাতা হাসি কন তারে। কালা ধান্য দেখি তুই ঘৃণা কর মোরে
চঞ্চলার আদেশে দ্বিজ নিত্যানন্দে গান। কালি তোর দুঃখ গেল না খায় কালাধান

লক্ষ্মীর হিতোপদেশ দান।

হরিপ্রিয়া বলে শুন হা ভাতের বেটী। সারাদিন ভিক্ষা মাগি আন এক মুঠি॥
এবে হৈল পাটেশ্বরী ছাড়হ এ নীতি। লক্ষ্মীছাড়া কর্ম্ম আর ছাড়হ অকৃতি॥
লজ্জা পেয়ে কমলিনী পড়ে দুটী পায়। ক্ষম দোষ বলি ধনা ধরণী লোটায়॥
ভক্তবসে ভকত বৎসলা ভোর হয়ে। বুঝি অনুচিত দোঁহাকারে কোলে লয়ে॥
শুনহ কমলা ধনা লক্ষ্মীর চরিত। দেবকার্য্যে সন্তোষ অতি হইয়া আশ্রিত।
প্রতি লক্ষ্মীবারে পূজে পুণ্যবতী যারা। মোর ভক্ত পুণ্য যেই নয়নের তারা॥
শুক্লবস্ত্র পরে কেশে মাখয়ে আমলা। কভু নাহি ছাড়ে লক্ষ্মী শুনহ কমলা॥
প্রভাত কালেতে যেই দেয় ছড়া ঝাট। তুষ্ট হয়ে ত্রিসন্ধ্যা থাকি যে তার বাটী

তুলসীর সেবা করে পালে রবিবার। অমাবস্যা একাদশী করে অনাহার॥
আমার সমান সেই সেই মোর প্রাণ। বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আমি থাকি তার ধাম
অতিথি সেবয় যদি অতি প্রিয় ভাষে। অচ্যুত সহিত আমায় পায় অনায়াসে
সুশান্ত মধুর বাক্য কহে যার নারী। ব্রহ্মা বিষ্ণু সেবে আত্ম সমর্পণ করি॥
গুরু ভক্তি দরিদ্রে তোষএ দিয়া দান। সে সকল লোক হয় প্রাণের সমান॥
তুলসী কানন যথা হরি সংকীর্ত্তন। গীতবাদ্য রঙ্গ নাট পুরাণ কথন॥
সে স্থান সকলি ছাড়া নহে কদাচিতে। বৃন্দাবন সম সেই গোকুল সাক্ষাতে॥
ত্রিসন্ধ্যা শঙ্খের ধ্বনি হয় যার পুরে। পদ্ম আদি চিত্র লিখি রাখে যার দ্বারে॥
শ্বেত চামর কুঞ্জর আর সুশ্বেত ধবল। তথা থাকি আমি বাছা শুনহ সত্বর।
আপনার স্বামী সেবে ঈশ্বর সমান। সে নারীর কাছে আমি থাকি সর্ব্বক্ষণ॥
এ সকল চরিত্রে আমি আশ্রিত যে করি। দ্বিজ নিত্যানন্দ বলে সবে বল হরি
মহালক্ষ্মী বলে শুন কমলা সুন্দরী। হতলক্ষ্মী চরিত্র যাহাতে পরিহরি॥
অলক্ষণী নারী যেই প্রভাতে না উঠে। শয্যায় শুইয়া থাকে দেখে প্রাণ ফাটে॥
সূর্য্যের উদয় হৈলে ফেলে বাসি ছড়া। সাত জন্মে সেই নারী হয় লক্ষ্মীছাড়া॥
সূর্য্য অস্তকালে যেই নাহি জ্বালে বাতি। হতলক্ষ্মী আসি তার গৃহে করে স্থিতি
অমাবস্যা পূর্ণিমায় আর রবিবারে। দেবব্রত দিনে আর আমার বাসরে॥
মৎস্য পুড়ি খায় যেবা সিদ্ধ করে ধান। সাত জন্মে সেই নারী আহার না পান
লক্ষ্মীব্রত করি যেই খায় খই মুড়ি। লক্ষ্মীর কটাক্ষে ধন শূন্যে যায় উড়ি॥
আমার পূজার কালে ঘণ্টা বাদ্য করে। তুলসী পিজুঁটী পুষ্পে পুজয়ে আমারে
বিচলিত হয়ে যার মন নহে স্থির। দন্তবাদ্য যথা তথা কম্পায় শরীর॥
দুপ দাপ করি পথে চলে যত মায়া। নিশাকালে নিদ্রা যায় বিবস্ত্রা হইয়া॥
দন্তে তৃণ হিঁড়ে যেবা নখে খুলে ক্ষিতি। এ সকল চরিত্র দেখে ফাটে মোর ছাতি
আপনার অঙ্গ যেবা আপনি বাজায়। সন্ধ্যা নিদ্রা যায় খোলা চিকুরে বেড়ায়
লক্ষ্মীব্রত নাহি করে নারী জন্ম হৈয়া। এ সকল লোকে মোর কভু নহি দয়া॥
বারমাসে লক্ষ্মী বারে বক্ষে যেবা রতি চারি জাতে বাহার সে তাহার বসতি॥
নিত্যানন্দ বলে ইহা পালে যত নারী। অনায়াসে পায় লক্ষ্মী যায় স্বর্গপুরী॥

লক্ষ্মীর কৃপায় ধনার রাজপদ প্রাপ্তি।

ক্বপাকর মহালক্ষ্মী না হইও বাম। পদ যুগ কমলে লিখিয়া রাখ নাম॥
চরণ কমলে যদি আঁচড় লেগে যায়। ধুলায় ফেলিয়া নাম পদ দেহ তায়॥
চরিত্র শ্রবণ করি চণ্ডালের ঝি। আনন্দে অবধি নাহি সীমা দিব কি॥
দিব্য জ্ঞান স্ত্রীপুরুষে পাইল দেবী স্থানে। আপনাকে আজন্ম সফল করি মানে॥
দেখিয়া ধনার পুরী ধায় লোক যত। অযাচকে চাকর রহিল কত শত॥
দেশের নৃপতি বার্ত্তা পেয়ে লোকের মুখে। দেখিতে ধনার পুরী এলেন কৌতুকে
স্বর্ণময় পুরী দেখি সবে চমৎকার। রাজা বলে এ কর্ম্ম আশ্রিত দেবতার॥
সভা সঙ্গে মহারাজা মঞ্জুলী লইয়া। দেখেন লক্ষ্মীর মায়া দ্বারে দাঁড়াইয়া॥
লোকমাতা বসেছেন ধনা লয়ে কোলে। প্রণিপাতে মহারাজা পড়ে পদতলে॥
পরিচয় দিয়া মাতা তুলি নৃপতিরে। বসে বাছা অৰ্দ্ধ রাজ্য দেহত ধনারে॥
অতুল বৈভব তুমি পাবে অনায়াসে। অন্তকালে বৈকুণ্ঠে রাখিব নিজ পাশে॥
শুনি রাজা আনন্দে বন্দিয়া নিজ শিরে। আপনার দণ্ড ছত্র দিলেন ধনারে॥
অর্দ্ধরাজ্য ধনঞ্জয় পাটে হৈল রাজা। কাশীর দক্ষিণ পাশে বসে যত প্রজা॥
সেই পাটে রাজা ধনঞ্জয় নৃপনাথ। অদ্যপি চণ্ডালগড় আছয়ে সাক্ষাত॥
ধনঞ্জয় মৃত্যুঞ্জয়ে হৈল প্রিয় বোল। মৈত্র মৈত্র বলিয়া দুজনে দিল কোল॥
মহানন্দে মৃত্যুঞ্জয় গেল নিজ পুরে। দুইরাজা করে পুজা জননী লক্ষ্মীরে॥
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ রচিল মধুক্ষর। পালা সাঙ্গ হৈল হরি বলহ সত্বর॥